৪৭তম বিসিএস লিখিত কোর্স

বাংলা

লেকচার: ০৪

টপিক:

- ✓ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
- ✓ বৈষ্ণব পদাবলি
- ✓ মঙ্গলকাব্য

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy
একটি উদ্যম-উন্মেষ প্রতিষ্ঠান

❑ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর রচনাকাল

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর রচনাকাল নিয়েও মতবিরোধ রয়েছে। পুঁথিতে প্রাপ্ত একটি চিরকুট পাওয়া যায়, যা ১০৮৯ বঙ্গাব্দের। সেই হিসেবে এটি ১৬৮২ সালের রচনা। তবে কাব্যটির রচনাকাল নিয়ে বিশেষজ্ঞরা নানারকম মত দিয়েছেন-

- ✓ রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এর মতে – 'এ পুঁথি ১৩৫৮ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে সম্ভবত চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লিখিত।'
- ✓ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন - এ কাব্যের ভাষা ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে।
- ✓ ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাকের মতে – লিপিকাল ১৪০০-১৫০০ খ্রিষ্টাব্দে।
- ✓ যোগেশচন্দ্রের মতে, পুঁথির লিপিকাল ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে নয়।
- ✓ সুকুমার সেনের মতে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর লিপিকাল আঠারো শতকের শেষার্ধ।
- ✓ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে- ১৪০০ খ্রিষ্টাব্দ।
- ✓ গোপাল হালদারের মতে- ১৪৫০-১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ।

❑ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের বিষয়বস্তু

ভগবতের কাহিনী অনুসরণে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম' কাব্য দ্বারা প্রভাবিত হয়ে লোকসমাজে প্রচলিত রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কিত প্রেমলীলা অবলম্বনে বড়ু চন্ডীদাস রচনা করেন বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের প্রথম কাব্য গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। রাধা কৃষ্ণের প্রণয়লীলা এ কাব্যের মূল উপজীব্য। এ কাব্যের প্রধান চরিত্র ৩টি। যথা- রাধা, কৃষ্ণ এবং বড়ায়ি। কাব্যে রাধাকে জীবাত্মার প্রতীক এবং কৃষ্ণকে পরমাত্মার প্রতীক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বড়ায়ি হলো রাধা কৃষ্ণের প্রেমের দূতী এবং তাদের মিলনের অনুঘটক। এ কাব্যে মোট ১৩টি খণ্ড বা ছত্র রয়েছে। গঠন রীতিতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য মূলত নাট্যধর্মী তবে প্রকরণের দিক থেকে পদাবলি। এ কাব্যে রাধা কৃষ্ণ কোনো আধ্যাত্মিক প্রতীক নয় বরং রক্ত মাংসে গড়া সাধারণ মানুষের চরিত্র হিসেবেই ফুটে উঠেছে এবং এখানেই এ কাব্যের সার্থকতা।

❑ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কাহিনি

রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকাহিনিকে মানবীয় ভাবে ফুটিয়ে তুললেও মূলত রাধা-কৃষ্ণের আড়ালে ঈশ্বরের প্রতি জীব কুলের মিলনের চরম আকুলতা প্রকাশিত হয়েছে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যগ্রন্থে। এই কাব্যের প্রধান চরিত্র ৩টি যথা- কৃষ্ণ, রাধা, বড়ায়ি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের খণ্ড ১৩ টি।

❑ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর সাহিত্য মূল্য

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে পয়ার ত্রিপদী ছন্দের প্রয়োগ ত্রুটিহীন ভাবে না লেখা হলেও এখানে কবির দক্ষতার পরিচয় লক্ষ করা যায়। অলংকার শাস্ত্রের অনুসরণে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক অলংকার প্রয়োগের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় এই কাব্যে। সামগ্রিকভাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য শুধু আদি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম নিদর্শন নয়, সাহিত্যে মূল্যের দিক থেকেও এটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

❑ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর সমাজচিত্র

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য থেকে তৎকালীন সমাজজীবন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। বাল্যবিবাহ যে তখনকার সামাজিক রীতি ছিল তা রাধার বাল্যবিবাহতে প্রমাণিত। গোপ কিশোরীর রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যার জন্য বৃদ্ধা নারীকে নিয়োগ করা হতো। বধূকে শাশুড়ি তখন সচরাচর বিনা প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে দিত না। বধূরা শাশুড়ি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ছিল, তাদের তেমন স্বাধীনতা ছিল না। বাড়ির বাইরে যেতে শাশুড়ির অনুমতির প্রয়োজন হতো। এ কাব্যের সাক্ষ্য অনুযায়ী গোপ ছাড়াও তখনকার সমাজে কুমার, তেলী, নাপিত প্রভৃতি পেশাজীবীর পরিচয় মেলে। তবে গবাদিপশু প্রতিপালন ছিল তাদের প্রধান বৃত্তি। নদীমাতৃক বাংলার গ্রাম্য সমাজের খেয়াপারের জন্য কিছু মানুষ মাঝিগিরি করত। নৌকা তৈরির জন্য মিস্ত্রি, করাতি ইত্যাদি পেশার মানুষ ছিল।

তখনকার গ্রাম্য সমাজের অশ্রাব্য গালি-গালাজ, অকারণে শপথ, দেবপূজা, মন্ত্রতন্ত্র ও ঝাড়ফুঁক প্রচলিত ছিল। পেশার ভিত্তিতে সে সমাজে মানুষের সম্মান নির্ভর করত। মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান ছিল।

নারীরা বিভিন্ন রকমের অলঙ্কার ব্যবহার করতো। সমাজে চোর ছিল, ছিল দস্যু-ডাকাত। কড়ির বিনিময়ে যে কোনো কাজের জন্য শ্রমিক বা কুলি পাওয়া যেত।

তখনকার সমাজে বিয়েশাদির প্রস্তাব ঘটকের মাধ্যমে ফুল-পান-সন্দেশ সহযোগে পৌঁছাবার রীতি ছিল। পাড়া-প্রতিবেশী বেড়াতে গেলে তাকে পান-তামাক দিয়ে আতিথেয়তা করতো। বিবাহিত নারীর পরপুরুষের সাথে প্রেম সমাজে গর্হিত কাজ বলে বিবেচিত হতো।

রাধা-কৃষ্ণ লীলাবিষয়ক কাব্য হওয়া সত্ত্বেও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' হতে আমরা তৎকালীন সমাজের যে খণ্ড খণ্ড চিত্র পাই তা পরিমাণে বেশি না হলেও তার মূল্য কম নয়। এরই মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ও বাঙালি মনের ছাপটি নিঃসন্দিগ্ধভাবে অনুভব করা যায়। মধ্যযুগের কাব্য সমাজের চালচিত্র তুলে ধরার অভীষ্টে রচিত না হলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেই বাঙালি ভাবচেতনা ও জীবনরস বোধের প্রথম প্রকাশ ঘটেছে বলা যায়।

❑ চণ্ডীদাস সমস্যা

চণ্ডীদাস সমস্যা বাংলা সাহিত্যের একটি বিতর্কিত বিষয়। চণ্ডীদাসের পদাবলি দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত থাকলেও একাধিক চণ্ডীদাস সম্পর্কিত চণ্ডীদাস সমস্যার উদ্ভব হয়েছে ১৯১৬ সালে কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পরে। ১৮৯৬ সালে ড. দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে এক চণ্ডীদাসের কথা বলা হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৩৪১ বঙ্গাব্দে মনীন্দ্রমোহন বসু কর্তৃক দীন চণ্ডীদাসের পদাবলি প্রকাশিত হলে সমস্যা আরও জটিল হয়ে পড়ে। ড. সুকুমার সেন ও মনীন্দ্রমোহন বসু দুজন চণ্ডীদাসের কথা বলেছেন। তাঁরা হলেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বড়ু চণ্ডীদাস এবং বৈষ্ণবপদাবলির দীন চণ্ডীদাস। অন্যদিকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও সতীশচন্দ্র রায়ের মতে চণ্ডীদাস তিন জন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহও তিন জন চণ্ডীদাসের কথা বলেছেন। ড. আহমদ শরীফ যে তিন জন চণ্ডীদাসের কথা বলেছেন তাঁরা হলেন-

- ✓ অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস (সর্বপ্রাচীন চণ্ডীদাস)
- ✓ চণ্ডীদাস (চৈতন্য পূর্বকালের বা জ্যেষ্ঠ সাম-সময়িক)
- ✓ দীন চণ্ডীদাস (আঠারো শতকের শেষার্ধ)।
- ✓ তাছাড়া, মধ্যযুগে 'দ্বিজ চন্ডীদাস' নামে আরেকজন চন্ডীদাস পাওয়া যায়।

* ৩ জন

১। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন = বড়ু চণ্ডীদাস = দ্বিজ চণ্ডীদাস = দীন চণ্ডীদাস

২।

৩। আমার কথা

১। কৃত্তিবাস

২। রামায়ণ অনুবাদ

৪ জন

১। চণ্ডীদাস = পদাবলী

২। বড়ু চণ্ডীদাস = শ্রীকৃষ্ণ

৩। দ্বিজ

৪। দীন = আমার কথা

১।

৫ জন

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

যে কজন চণ্ডীদাস সম্পর্কে ধারণা করা হয় তাঁরা হলেন: ১. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস, ২. পদাবলির দ্বিজ, দীন, বড়ু, আদি প্রভৃতি ভণিতাযুক্ত চণ্ডীদাস, ৩. মণীন্দ্রমোহন আবিষ্কৃত পালাগানের দীন চণ্ডীদাস এবং ৪. সহজিয়াপন্থী রাগাত্মিকা পদের চণ্ডীদাস। তবে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীদাস নামে আমরা অন্তত ৫ জন কবির নাম পাই। তাঁরা হলেন-

- ✓ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের কবি 'বড়ু চণ্ডীদাস'।
- ✓ চৈতন্য পূর্ববর্তী কালের বৈষ্ণবপদ রচয়িতা এবং জনপ্রিয় কবি 'চণ্ডীদাস'।
- ✓ কৃষ্ণলীলার আখ্যানকাব্য তথা পালা গানের রচয়িতা 'দীন চণ্ডীদাস'।
- ✓ সহজিয়া সাধকদের মনগড়া কবি 'দ্বিজ চণ্ডীদাস'। প্রকৃতপক্ষে এ কবির বাস্তবে কোনো অস্তিত্ব ছিল না।
- ✓ পঞ্চম চণ্ডীদাসের নামও দ্বিজ চণ্ডীদাস 'এক নামেই দুইজন কবির নাম পাওয়া যায়।

❑ বৈষ্ণব পদাবলিঃ

বৈষ্ণব পদাবলি বা বৈষ্ণব পদাবলী বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের রসভাষ্য নামে খ্যাত এক শ্রেণীর ধর্মসঙ্গীত সংগ্রহ। বৈষ্ণব পদাবলির প্রধান অবলম্বন রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা।

- মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে সমৃদ্ধ ধারা হলো বৈষ্ণব পদাবলি।
- বৈষ্ণব পদাবলির শিল্পীরা ছিলেন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, নরহরি সরকার, বাসু ঘোষ, লোচন দাস। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস এই চার জনকে বৈষ্ণব পদাবলির মহাকবি বলা হয়।
- আলাওল, সৈয়দ সুলতান, শেখ ফয়জুল্লাহ্, তারাও পদাবলি রচনা করেছেন।
- বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা বিদ্যাপতি।
- বাংলায় প্রথম পদ রচনা করেন চণ্ডু চণ্ডীদাস।
- বৈষ্ণব পদাবলি ব্রজবুলি ও বাংলা ভাষায় রচিত।
- ব্রজবুলি মূলত এক ধরনের কৃত্রিম মিশ্রভাষা। মৈথিলি ও বাংলার মিশ্রিত রূপ হলো ব্রজবুলি ভাষা।

Resume : 8:19

বৈষ্ণব পদাবলি

বিদ্যাপতিঃ

- ✓ মিথিলার কবি বা মৈথিলি কোকিল; অভিনব জয়দেব নামে পরিচিত।
- ✓ তাঁর উপাধি হল কবিকণ্ঠহার। রাজা শিবসিংহ তাকে এই উপাধি দেন।
- ✓ রবীন্দ্রনাথ তাকে "রাজকণ্ঠের মণিমালা" হিসাবে অভিহিত করেছেন।
- ✓ তিনি সংস্কৃত, মৈথীলি, অবহটঠ ভাষায় পদ রচনা করেছেন ।

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শুন্য মন্দির মোর

গ্রন্থসমূহ:

- ✓ কীর্তিলতা – ঐতিহাসিক কাব্য (অপভ্রংশ অবহটঠ ভাষায়)।
- ✓ পুরুষপরীক্ষা – কথা সাহিত্য (সংস্কৃত ভাষায়)।
- ✓ গোরক্ষ বিজয় – নাটক (সংস্কৃত ভাষায়)।
- ✓ লিখনাবলি – অলঙ্কার শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ।

প্রশ্ন

১) তোমার নাম লিখ

২) দু বন্ধুর নাম লিখ

[illegible]

গোবিন্দদাসঃ

- ✓ গোবিন্দদাস ষোড়শ শতকের কবি ও রাজা **লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ছিলেন**।
- ✓ বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য ছিলেন।
- ✓ তাঁকে দ্বিতীয় বিদ্যাপতি বলা হয়।
- ✓ ব্রজবুলি ভাষায় রচিত তাঁর কাব্য **'গীতগোবিন্দ'**।
- ✓ সংস্কৃত ভাষায় তাঁর রচিত নাটক 'সঙ্গীত সাধক'।

❑ জ্ঞানদাসঃ

✓ জ্ঞানদাস খেতুরীর বৈষ্ণব কবিসম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন।

✓ তিনি চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য ছিলেন।

অমর উক্তিঃ

- রূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর
  প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।
- সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।

চণ্ডীদাসঃ

- চণ্ডীদাস ৩ জন, বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস।
- বড়ু চণ্ডীদাস সবথেকে পুরাতন।

বড়ু চণ্ডীদাস

- বড়ু চণ্ডীদাস জন্মগ্রহণ করেন ছাতনা, বাকুড়া মতান্তরে বীরভূমের নানুর গ্রামে।
- বড়ু চণ্ডীদাস রচিত গ্রন্থের নাম 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'।
- তিনি বৈষ্ণব পদাবলির আদি কবি।
- তার প্রকৃত নাম- অনন্ত বড়ু।
- ড. হুমায়ুন আজাদের মতে তিনি বাংলা ভাষার প্রথম মহা কবি।

চণ্ডীদাস

- চণ্ডীদাস ছিলেন বৈষ্ণব কবি। তিনি বাশুলি দেবীর ভক্ত ছিলেন এবং বড়ু চণ্ডীদাস থেকে পৃথক ছিলেন একথা নিশ্চিত।
- চণ্ডীদাস সহজিয়াপন্থী কবি ছিলেন।
- তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম মানবতাবাদি কবি ছিলেন।
- চণ্ডীদাসকে দুঃখের কবি বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চণ্ডীদাসের অমর উক্তিঃ

- সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই ।

❑ কয়েকজন মুসলিম পদাবলিকার-

মুসলমান পদকর্তার সঠিক সংখ্যা নির্ণীত হয়নি। মুসলমান পদকর্তাদের মধ্যে প্রথম কবি ছিলেন শেখ কবির। অন্যান্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন আফজাল, শেখ ফয়জুল্লাহ, সৈয়দ আইনুদ্দিন, সৈয়দ মুর্তজা, আলাওল, আলি রেজা, কমর আলী, সৈয়দ সুলতান, নওয়াজিস প্রমুখ।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলি

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর ব্রজবুলি ভাষায় রচিত একটি কাব্যগ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ কৈশোর ও প্রথম যৌবনে 'ভানুসিংহ ঠাকুর' ছদ্মনামে বৈষ্ণব কবিদের অনুকরণে কিছু পদ রচনা করেছিলেন। ১৮৮৪ সালে সেই কবিতাগুলিই ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলি নামে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলি উৎসর্গ করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী কাদম্বরী দেবীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলির নমুনা-

"শুন লো শুন লো বালিকা
রাখ কুসুমমালিকা
কুঞ্জ কুঞ্জ ফেরনু সখি শ্যামচন্দ্র নাহি রে।"

❑ বৈষ্ণব পদাবলির শিল্পগুণ

বৈষ্ণব পদাবলির প্রধান উপজীব্য হলো প্রেম। এটি প্রাথমিকভাবে ধর্ম সংগীতের জন্য রচনা করলেও এর মাঝে বিকাশ ঘটেছে অপূর্ব শিল্পরূপ ও সাহিত্যগুণের। মূলত এটি গীতিধর্মী পদাবলি তাই এর প্রধান গুণ গীতিময়তা। এর ভাবের গভীরতা, ভাষার ঐশ্বর্য, সুরের মূর্ছনা ইত্যাদি আমাদের হৃদয়ে তরঙ্গ তোলে। এই কাব্যে শিল্পমূল্যের সার্থক মিলন ঘটেছে। এই পদাবলিতে রাধা ও কৃষ্ণ চরিত্রকে ঘিরে মূল কাহিনি উক্তি প্রত্যুক্তি বা একজনের প্রতি অন্যজনের উক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। পাত্র - পাত্রীর উক্তি -প্রত্যুক্তি আছে বলেই সমালোচকগণ একে নাট্যগীতি কাব্য বলে চিহ্নিত করেছেন। রাধা বিরহে'র মধ্য দিয়েই বৈষ্ণব পদাবলির ট্র্যাজিক পরিণতি ঘটেছে। এছাড়াও প্রেমের প্রকৃতির সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশের অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন পদাবলির কবিরা। রাধার প্রেম পরকীয়ার ফলে তাতে রয়েছে নানা ধরনের সন্দেহ, সংশয়, ভয়, ভাবনা। রাধার চিত্তের ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন কবি এভাবে-

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।

পদাবলিতে সাধারণত অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, অক্ষর মাত্রার সংমিশ্রণ এবং ছড়ার ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বৈষ্ণব কবিরা কাব্যকে অনুপ্রাস, শ্লেষ, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক প্রভৃতি বিচিত্র অলঙ্কারে ভূষিত করেছেন। ভাবে, ভাষায়, ছন্দে, অলঙ্কারে, চিত্রকল্পে পদাবলি শুধু মধ্যযুগেই নয়, আধুনিক কাব্য আসরেও অতুলনীয়। আধুনিক কাব্য ও গানে পদাবলির যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে।

মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্য

মধ্যযুগে বিভিন্ন ধারার মঙ্গলকাব্য রচনা করা হয়েছে। কাব্যগুলো বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যায়-

- ✓ মঙ্গলকাব্য প্রধানত কাহিনি কেন্দ্রিক।
- ✓ মূল কাহিনির সাথে দেবদেবীর কীর্তন, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে।
- ✓ লৌকিক ও পৌরাণিক কাহিনির আলোকে রচিত।
- ✓ পূজা প্রচারের উদ্দেশ্য দেবতারা মর্ত্যে এসেছেন এবং পূজা প্রচারের সময় দেবতারা মানুষের মতো আচরণ করেছেন।
- ✓ অধিকাংশ কবি স্বপ্নে দেবীকর্তৃক আদিষ্ট হয়ে মঙ্গল কাব্য রচনা করেছেন।
- ✓ কাব্যের শুরুতেই দেব-দেবী এবং মর্ত্যের সমস্ত মানুষের বন্দনা করা হয়েছে।
- ✓ অধিকাংশ মঙ্গলকাব্যে স্ত্রী দেবতাদের প্রাধান্যই বেশি।
- ✓ মঙ্গলকাব্যের মাধ্যমে মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালির জীবনাচার প্রকাশ পেয়েছে।
- ✓ মঙ্গলকাব্যে বার মাসের সুখ দুঃখের বর্ণনা 'বারোমাস্যা' এবং চৌত্রিশ অক্ষরে রচিত দেবস্তোত্র 'চৌতিশা' আকারে বর্ণিত হয়েছে।
- ✓ দৈবশক্তির বিরুদ্ধে মানব জীবনের দ্বন্দ্বসংঘাত অনেক মঙ্গলকাব্যের মূল উপজীব্য হয়েছে।
- ✓ অনেক মঙ্গলকাব্যে আধুনিক যুগের উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।
- ✓ এ কাব্যে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের প্রভাব বেশি।

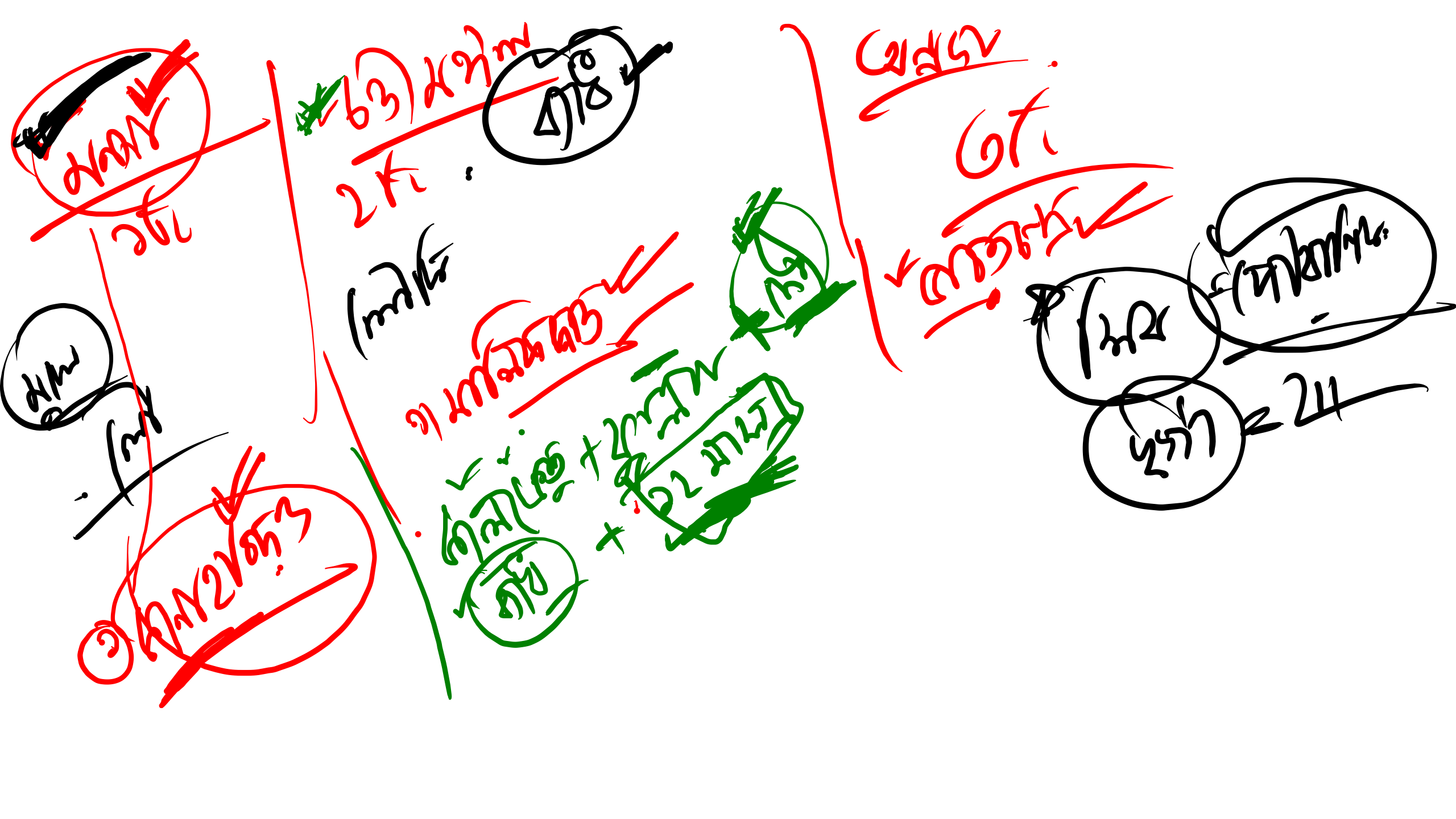

সিলেবাস — মধ্যযুগ সাহিত্য

ব্যাকরণ ([illegible]) = ৩৪ বর্ণ

ব — ২ অর্থ =

- ক
- খ
- গ
- ঘ
- ঙ

মঙ্গলকাব্য

- বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে বিশেষ এক শ্রেণির ধর্মবিষয়ক আখ্যান কাব্যই হল মঙ্গলকাব্য।
- প্রকৃতপক্ষে মঙ্গলকাব্যকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়- পৌরাণিক ও লৌকিক।
- মঙ্গলকাব্যের মূল উপজীব্য – দেব-দেবীর গুণগান।
- মধ্যযুগের অন্যতম সাহিত্য – মঙ্গলকাব্য।
- একটি সম্পূর্ণ মঙ্গলকাব্যে সাধারণত ৫ টি অংশ থাকে। যথাঃ বন্দনা, আত্মপরিচয়, দেবখণ্ড, মর্ত্যখণ্ড ও শ্রুতিফল।
- আদি মঙ্গলকাব্য হিসেবে পরিচিত – মনসামঙ্গল কাব্য।
- মঙ্গলকাব্যের প্রধান ধারা – মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল।
- মঙ্গলকাব্যের অপ্রধান ধারা – ধর্মমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, সারদামঙ্গল, রায়মঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, দূর্গামঙ্গল ইত্যাদি।

- **বারোমাস্যা** – মধ্যযুগের নায়ক নায়িকাদের বাংলা সনের **বার** মাসের বিরহ-কাতর পরিস্থিতির বর্ণনাকে বারোমাস্যা বলে।

- **চৌতিশা** – বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের 'ক' থেকে 'হ' পর্যন্ত প্রতিটি বর্ণ পদের প্রথমে ব্যবহার করে বিপন্ন নায়ক নায়িকা যে দেব বন্দনামূলক স্তব করেন তাকে চৌতিশা বলে।

➢ মঙ্গলকাব্যকে শ্রেণিগত দিক থেকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়-

পৌরাণিক শ্রেণি

গৌরীমঙ্গল, ভবানীমঙ্গল, দূর্গামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, কমলামঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল প্রভৃতি

লৌকিক শ্রেণি

শিবায়ন বা শিবমঙ্গল, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, শীতলামঙ্গল, রায়মঙ্গল, কালিকামঙ্গল (বিদ্যাসুন্দর), ষষ্ঠীমঙ্গল, সারদামঙ্গল, সূর্যমঙ্গল প্রভৃতি।

মনসামঙ্গলঃ

- ✓ মঙ্গলকাব্য ধারার প্রাচীন কাব্য এটি।
- ✓ মনসামঙ্গল কাব্য রচিত- মনসা দেবীর কাহিনি নিয়ে।
- ✓ এ কাব্যের অপর নাম – পদ্মাপুরাণ।
- ✓ সাপের দেবী মনসার অপর নাম – কেতকা ও পদ্মাবতী।
- ✓ প্রধান চরিত্র - চাঁদ সওদাগর, বেহুলা লখিন্দর।

মনসামঙ্গলের কাহিনি

চম্পক নগরের বণিক চাঁদ সদাগর। বীরপুরুষ, আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী এবং দেবতা শিবের ভক্ত। চাঁদ সদাগর পূজা না করলে পৃথিবীতে মনসার পূজা প্রচার হবে না। স্ত্রী সনকা গোপনে মনসা দেবীর পূজা করেন। চাঁদ সদাগর তা জানতে পেরে লাথি মেরে পূজার ঘটি ভেঙ্গে ফেলেন। মনসা রাগে, ক্রোধে চাঁদ সদাগরের ৬ জন পুত্রকে সাপের কামড়ে মেরে ফেলে। চাঁদ সদাগর যদি মনসার পূজা করে তবে তার সন্তানদের ফেরত দেয়া হবে বলে প্রলোভন দিলে চাঁদ সদাগর লাঠির আঘাতে মনসার কোমর ভেঙ্গে দিলেন। সর্বশেষ পুত্র লখিন্দর তখনও জীবিত। মনসা অভিশাপ দিলেন এই বলে যে লখিন্দর বিয়ের রাতে মারা যাবে। এদিকে অবিচল আস্থা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে চাঁদ সদাগর সপ্তডিঙ্গা সাজিয়ে বাণিজ্যে রওনা দেন। পথিমধ্যে আবার মনসা দেবী তাঁকে পূজা দিতে নির্দেশ দিলে তিনি অস্বীকার করলে তার ডিঙ্গা ডুবিয়ে দেন। পরে বহু কষ্টে তীরে ফেরেন এবং ১২ বছর ভিক্ষুকের বেশে কাটিয়ে চম্পক নগরে ফিরে এসে পুত্র লখিন্দরকে দেখে সব দুঃখ ভুলে যান। পুত্রের বিয়ের আয়োজন করেন। মনসার হাত থেকে রক্ষার জন্য লোহা দিয়ে বাসর ঘর তৈরি করেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে চুলের মতো সরু ছিদ্র দিয়ে সাপ এসে লখিন্দরকে দংশন করে এবং তার মৃত্যু হয়। মৃত লখিন্দরকে ভেলায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়, সঙ্গী হন স্ত্রী বেহুলা। নদী পথে বহু বাধার সম্মুখীন হয়েও বেহুলা স্বামীর জীবন বাঁচাতে এগিয়ে চলেন। পথিমধ্যে এক ধোপানীর অলৌকিক কাণ্ড দেখে স্বামীর জীবন ফিরিয়ে দিতে অনুরোধ করেন। ধোপানী তার অক্ষমতার কথা বলে তাকে স্বর্গে নিয়ে আসেন। সেখানে নৃত্য গীতের মাধ্যমে দেবতাদের তুষ্ট করে স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা চাইলে শিবের আদেশে মনসা লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দেয়। তবে শর্ত দেওয়া হয় যে, চাঁদ সদাগরকে পূজা দিতে হবে। বেহুলা সম্মত হয়ে ৬ ভাশুর ও শ্বশুরের সপ্তডিঙ্গা নিয়ে চম্পক নগর ঘাটে ভিড়লে চাঁদ সদাগর ছুটে আসে। তাকে মনসার পূজার কথা বললে প্রথমে অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে বাম হাত দিয়ে একটি ফুল মনসার উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দেন। তাতেই মনসা খুশি হন এবং পৃথিবীতে মনসার পূজা প্রচারিত হয়।

মঙ্গলকাব্য

কবিদের নাম	আলোচ্য বিষয়
কানা হরিদত্ত	তিনি এ ধারার আদি কবি ও পূর্ববঙ্গের অধিবাসী ছিলেন।
বিজয় গুপ্ত	বিজয় গুপ্ত এ ধারার শ্রেষ্ঠ কবি। মনসা মঙ্গল কাব্যের প্রথম রচয়িতা।
নারায়ণ দেব	সুকবি বল্লভ উপাধিধারী। জন্ম – কিশোরগঞ্জ।
বিপ্রদাস পিপিলাই	তাঁর রচিত কাব্যের নাম 'মনসা বিজয়'।
দ্বিজ বংশীদাস	কিশোরগঞ্জের পাতুয়ারীতে জন্ম নেওয়া দ্বিজ বংশীদাসের রচিত কাব্য 'পদ্মাপুরাণ'। তিনি প্রথম মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর পিতা।
কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ	তিনি পশ্চিমবঙ্গ থেকে মঙ্গলকাব্যের একমাত্র কবি। তাঁর রচিত কাব্য 'কেতকাপুরাণ'। এই কাব্যটি মঙ্গলকাব্যের প্রথম মুদ্রিত কাব্য। ক্ষেমানন্দ তাঁর নাম ও কেতকাদাস তাঁর উপাধি।

ধর্মমঙ্গলঃ

- ✓ ডোম সমাজে প্রচলিত পুরুষ দেবতা ধর্ম ঠাকুরের উপর রচিত মঙ্গলকাব্য হলো ধর্মমঙ্গল।
- ✓ ময়ূর ভট্ট – তিনি ধর্মমঙ্গল ধারার আদি/ প্রথম কবি। তাঁর রচিত কাব্যের নাম 'হাকন্দপুরাণ'।
- ✓ এ কাব্যের দুজন প্রধান কবি – রূপরাম চক্রবর্তী ও ঘনরাম চক্রবর্তী
  - ▪ ঘনরাম চক্রবর্তী – তিনি ধর্মমঙ্গল ধারার শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর রচিত কাব্যের নাম 'শ্রীধর্মমঙ্গল'।
- ✓ এ কাব্য দুটি পালায় বিভক্ত – রাজা হরিশ্চন্দ্রের গল্প ও লাউসেনের গল্প।

চণ্ডীমঙ্গলঃ

- ✓ মঙ্গল কাব্য ধারার শ্রেষ্ঠ কাব্য - দেবী চণ্ডীর (শিবের স্ত্রী)।
- ✓ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনি – দুই খণ্ডে বিভক্ত: ১। আখেটিক খন্ড/ব্যাধ খন্ড ২। বণিক খন্ড
- ✓ আখেটিক খণ্ডের প্রধান চরিত্রগুলো – কালকেতু, ফুল্লরা, ভাঁড়ুদত্ত, মুরারীশীল।
- ✓ বণিক খন্ডের প্রধান চরিত্র – ধনপতি সদাগর, লহনা, খুল্লনা, খুল্লনার পুত্র-শ্রীমন্ত।
- ✓ বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঠগ চরিত্র – ভাঁড়ুদত্ত।

❑ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রধান কবিগণ

কবিদের নাম	আলোচ্য বিষয়
মানিক দত্ত	চণ্ডীমঙ্গল ধারার আদি কবি।
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী	ষোড়শ শতকের এই কবি চণ্ডীমঙ্গল ধারার শ্রেষ্ঠ কবি। দুঃখ বর্ণনার কবি বলা হয়। জমিদার রঘুনাথ রায় তাঁকে 'কবি কঙ্কন' উপাধি দেন। তাঁর রচিত কাব্যের নাম 'শ্রী শ্রী চণ্ডীমঙ্গল'।
দ্বিজ মাধব	স্বভাব কবি হিসেবে পরিচিত দ্বিজ মাধবের কাব্যের নাম 'সারদামঙ্গল/ সারদাচরিত'।
অকিঞ্চন চক্রবর্তী	চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ধারার সর্বশেষ কবি। তাঁর উপাধি ছিল কবীন্দ্র।
ভবানীশঙ্কর দাস	জাগরণের পুঁথি ও চণ্ডীমঙ্গল গীত নামে ২টি কাব্য রচনা করেন।

অন্নদামঙ্গলঃ

- ✓ এ কাব্যে দেবী অন্নদার বর্ণনা আছে।
- ✓ অন্নদামঙ্গল কাব্য বিভক্ত – ৩ খণ্ডে: ১. শিবনারায়ণ অন্নদামঙ্গল, ২. কালিকামঙ্গল, ৩. মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান ।
- ✓ 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'- প্রার্থনাটি ঈশ্বরী পাটনীর।

অন্নদামঙ্গল কাব্যের বিখ্যাত উক্তিঃ

- নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।
- মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।
- বড়র পিরীতি বালির বাঁধ।
- কড়িতে বাঘের দুধ মেলে।
- জন্মভূমি জননী স্বর্গের গরীয়সী।
- এ উক্তিগুলো ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কর্তৃক রচিত।

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর:

- ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর মঙ্গলকাব্যের সর্বশেষ কবি।
- তিনি মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম 'নাগরিক কবি'।
- তিনি ছিলেন নবদ্বীপ বা নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি।
- রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় তাকে 'গুণাকর' উপাধিতে ভূষিত করেন।
- ভারতচন্দ্র ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।
- তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথেই বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের অবসান হয়।
- অন্যান্য সাহিত্য কর্ম– 'সত্য নারায়ণ পাঁচালী (কাব্য)', ['নাগাষ্টক' ও 'গঙ্গাষ্টক'(নাটক)], 'রসমঞ্জুরী', 'মানসিংহ ভবানন্দ উপাখ্যান' এবং 'চণ্ডীনাটক'।

১। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে গ্রামীণ জীবনের কী পরিচয় পাওয়া যায়? [৪৬তম বিসিএস]

২। মনসামঙ্গল কাব্যের তিনজন কবির নাম লিখুন। [৪৬তম বিসিএস]

৩। বৈষ্ণব পদাবলিগুলোর বিষয়বস্তু ও রচনাকৌশল সম্পর্কে ধারণা দিন। [৪১তম বিসিএস]

৪। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের পরিচয় এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করুন। [৪০তম বিসিএস]

৫। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে গ্রামীণ জীবনের কী পরিচয় পাওয়া যায় তা লিখুন। [৩৬তম বিসিএস]

৬। ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের কবি প্রতিভার মূল্যায়ন করুন। [৩৬তম বিসিএস]

৭। বৈষ্ণব পদাবলি ধারায় বিদ্যাপতির বিশেষত্ব ব্যাখ্যা করুন। [৩৫তম বিসিএস]

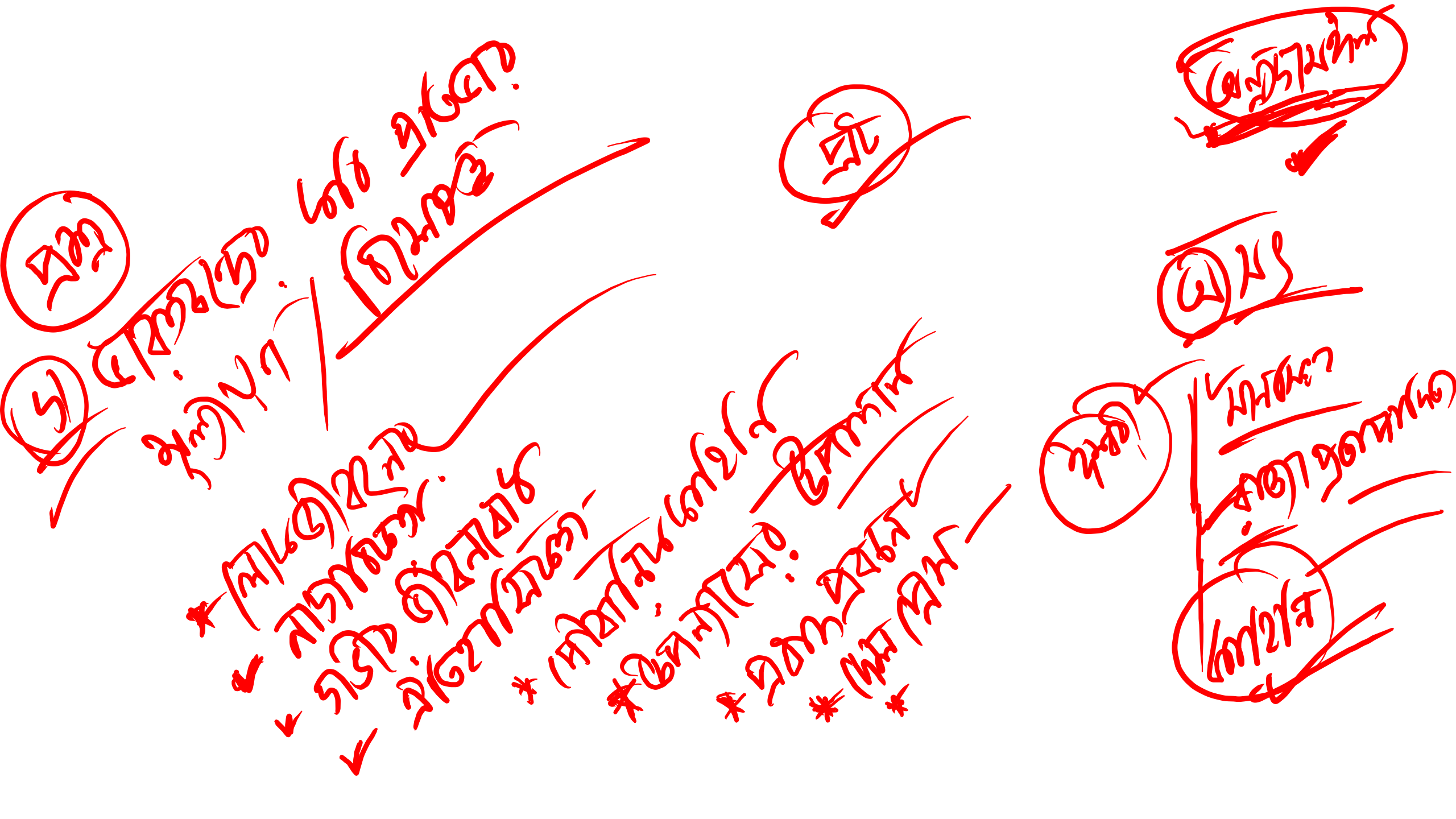

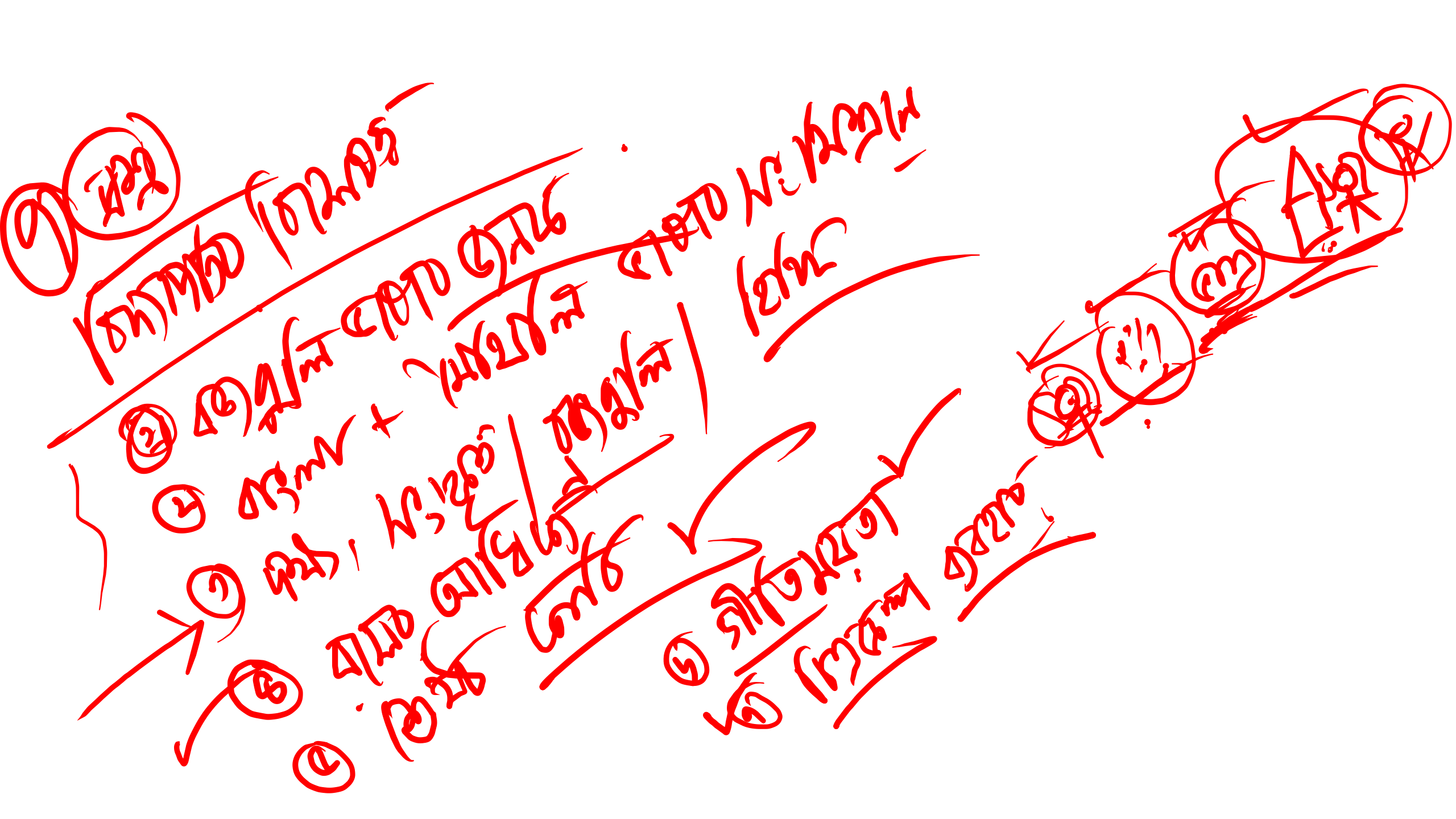

প্রশ্ন

৩। আফগানিস্তান লোগ: দাহন

দাহন

সমস্যা

১) ১৪৫০ | পঞ্চ মতামত

মত দিন

ক. নির্দেশ

খত = ১৫টি

দম = বিষয়

১১৩৫

১১৩৬

সংগঠন

গ্রাম ছায়া প্রেসিডেন্ট

* জীবনানন্দ মেধা

* সোহরাওয়ার্দী সোনা কোরআন

(সেরা দর্শনী) pm

* দাবাম.

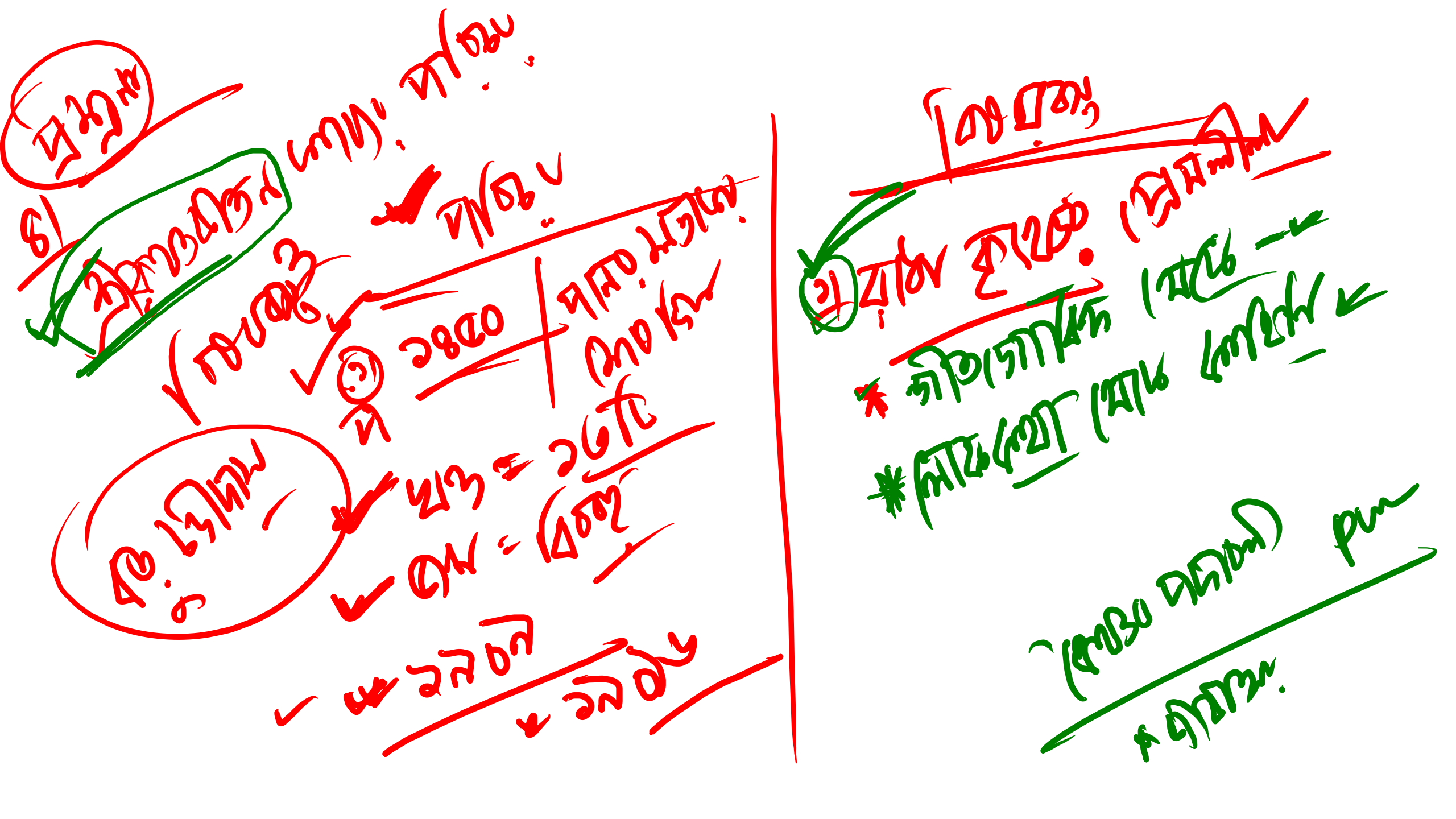

~~শ্রীকৃষ্ণকীর্তন~~	~~বৈষ্ণব পদাবলী~~
(৩) ✓ ১। কৃষ্ণ | রাধা | বড়াই	১। কৃষ্ণ | রাধা | বড়াই
✓ রাধা কৃষ্ণ: প্রেমলীলা	✓ রাধা কৃষ্ণ: প্রেমলীলা
✓ নাটক ✗	✓ বৈষ্ণব: ভাব পদাবলী। ✗
*কাব্য গীতি	

৩ প্রশ্ন :

বাক্যের পদগুলো (সাধারণ)

বচন নিয়ম

(সাধারণ)

হাত কেটে প্রমথনাথ

দীপাশ্রিত মাথা কাম্য! প্রম

বচন নিয়ম

একবচন.

বহুবচন.

উপমা. অনুপ্রাস, সমাস :

মধুর সুর/মধুরাগ সুর

ও : ৫ রূপ : (কামড়ি ও মধু;

দীপ্তকী

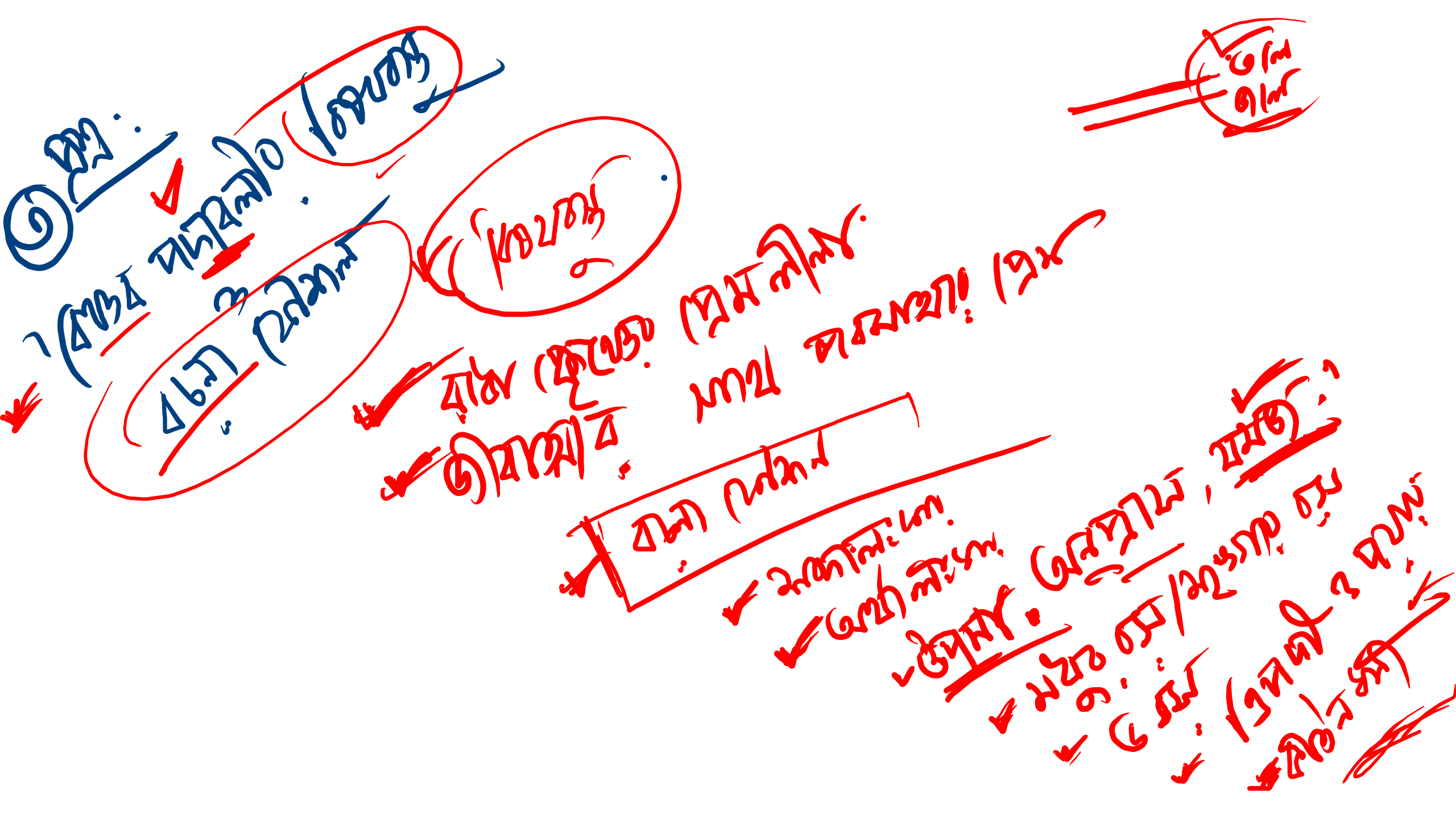

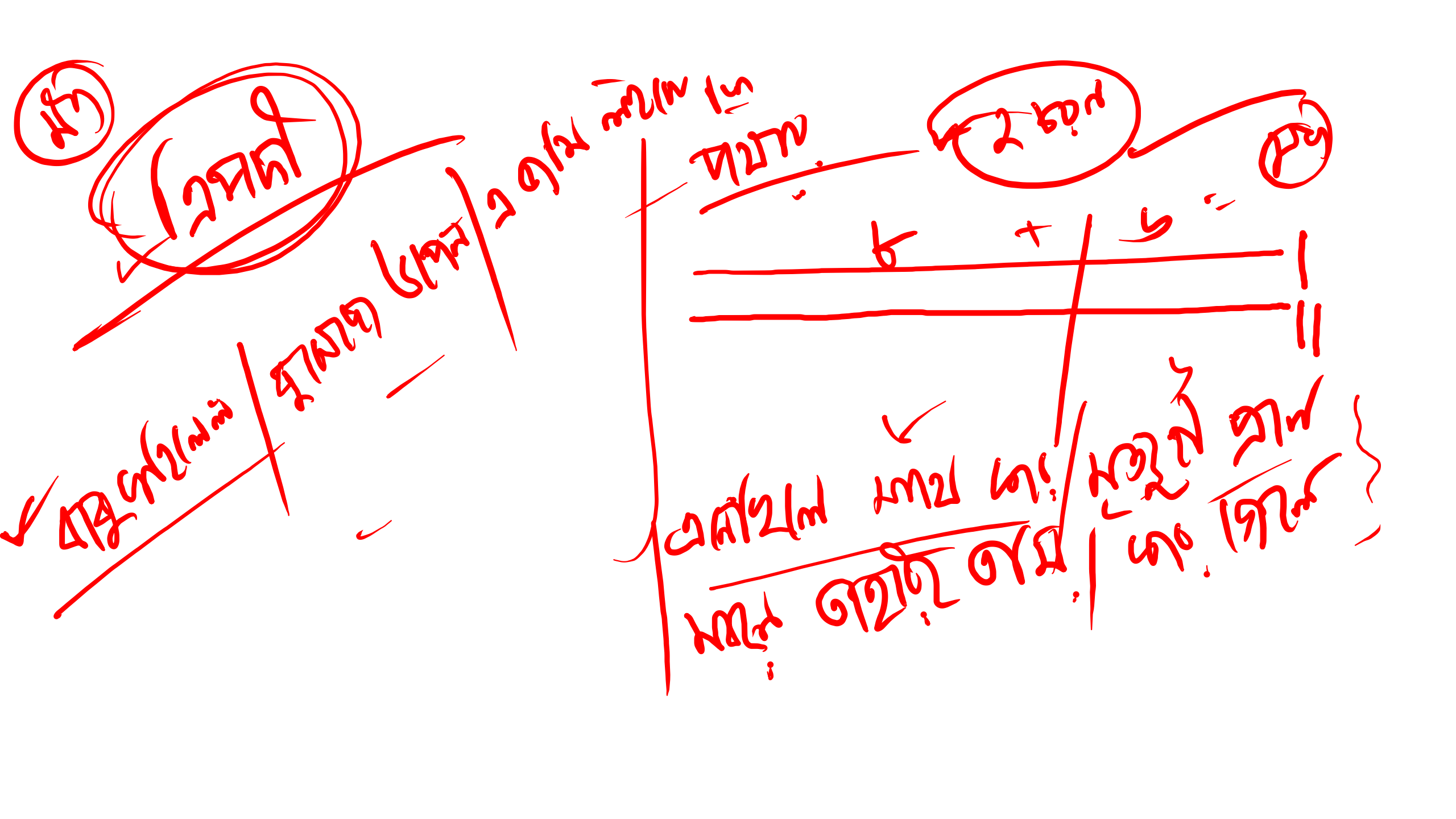

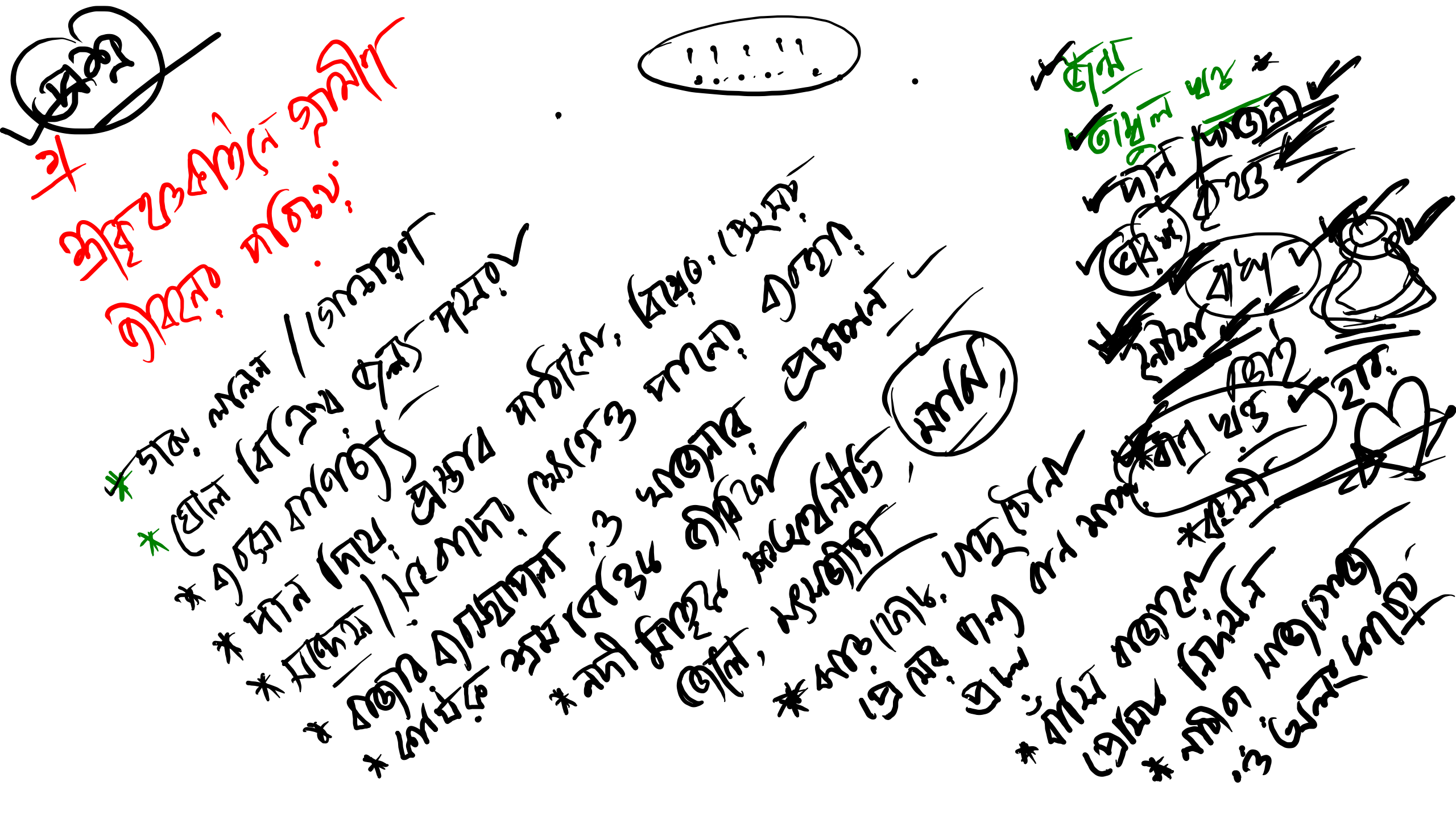

প্রশ্ন

ঞ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে গ্রামীণ জীবনের পরিচয়:

গ্রাম
তাম্বুল খণ্ড

* চাষ, লাঙল / গোচারণ
* ঘোল বিক্রয় দ্রব্য সমূহ
* এয়ো সংস্কার
* দান দেয়, প্রহরার মহাদান, [illegible]
* মাকেন্দ / যমুনা, [illegible] দানের, [illegible]
* বাজার ব্যবসায়ী, ও মহাজন, প্রচলন
* কাজ কর্মে [illegible] নৌকা
* নদী [illegible] কাপড়চোপড়, মাধব
তেল, মধু [illegible]
* শাকপাত, পাখি [illegible]
[illegible]
* গ্রাম্য [illegible]
* [illegible]

* রাজ্যের নাম? রাজধানী? ✓

* গ্রাম? জেলা?

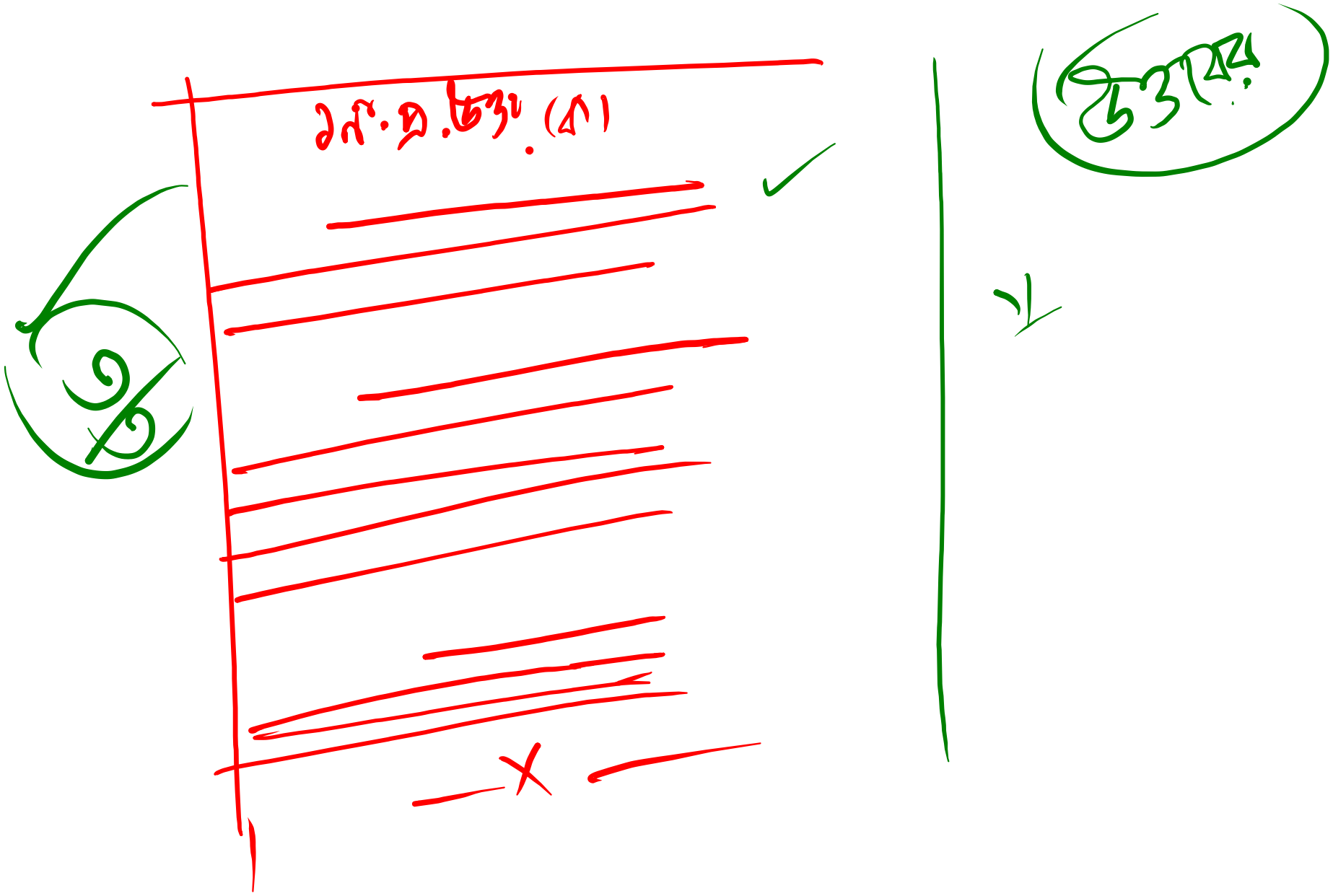

BCS কঠিন নয়; প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy